রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ৬, ২০২৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩

নিম্নলিখিত বিলটি ২৩ চৈত্র, ১৪২৯ মোতাবেক ০৬ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে :—

বা. জা. স. বিল নং-১০/২০২৩

শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর প্রতিষ্ঠাকল্পে আনীত বিল

যেহেতু পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবার নিমিত্ত একটি পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন, ২০২৩' নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) 'একাডেমি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর;

(২) 'কেন্দ্র' অর্থ একাডেমির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গবেষণা, প্রয়োগিক গবেষণা এবং পরামর্শ সেবা প্রদানের জন্য স্থাপিত বিশেষায়িত কেন্দ্র;

(৩) 'চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(৪) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

মূল্য : টাকা ১২.০০

(৫) 'বোর্ড' অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত পরিচালনা বোর্ড;

(৬) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৭) 'ভাইস চেয়ারম্যান' অর্থ বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান;

(৮) 'মহাপরিচালক' অর্থ ধারা ১২ এর অধীন নিযুক্ত একাডেমির মহাপরিচালক; এবং

(৯) 'সদস্য' অর্থ বোর্ডের সদস্য।

৩। **একাডেমি প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইন বলবৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর' নামে একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) একাডেমি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং একাডেমি ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়**।—(১) একাডেমির প্রধান কার্যালয় জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলায় থাকিবে।

(২) একাডেমি, ইহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে ইহার শাখা কার্যালয় স্থাপন, স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

৫। **গবেষণা এলাকা**।—একাডেমির গবেষণা এলাকা হইবে সমগ্র বাংলাদেশ।

৬। **পরিচালনা ও প্রশাসন**।—(১) একাডেমির পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব একটি বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যসম্পাদন করিতে পারিবে, বোর্ডও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড ইহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান ও সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করিবে।

৭। **বোর্ড গঠন, ইত্যাদি**।—(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, ক্ষেত্রমত, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী, যিনি পদাধিকারবলে ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ; যিনি পদাধিকারবলে ইহার ভাইস চেয়ারম্যানও হইবেন;

(গ) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(ঘ) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(ঙ) সচিব, অর্থ বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(চ) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(ছ) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(জ) সদস্য, কৃষি, পানি সম্পাদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(ঝ) রেক্টর, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা তৎকর্তৃক মনোনীত অন্যূন সরকারের যুগ্মসচিব;

(ঞ) নির্বাহী সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(ট) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড;

(ঠ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান;

(ড) নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর;

(ঢ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কুমিল্লা;

(ণ) মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া;

(ত) মহাপরিচালক, শেখ রাসেল পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, রংপুর;

(থ) মহাপরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট;

(দ) উপাচার্য, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বা তৎকর্তৃক মনোনীত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদমর্যাদার কোনো অনুষদ সদস্য;

(ধ) সরকার কর্তৃক মনোনীত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনধিক ২ (দুই) জন প্রতিনিধি; এবং

(ন) মহাপরিচালক, শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি জামালপুর, যিনি ইহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ধ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন এবং সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোনো কারণ না দর্শাইয়া কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) কোনো সদস্য সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোনো পদত্যাগ কার্যকর হইবে না।

(৪) মনোনীত কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে, উক্ত পদ শূন্য হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে সরকার, কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগদান করিবে।

৮। **বোর্ডের সভা।—(১)** বোর্ড প্রতি ৪ (চার) মাসে কমপক্ষে ১ (এক) বার সভায় মিলিত হইবে এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে।

(৩) বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) চেয়ারম্যান বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং ধারা ৭ এর বিধান সাপেক্ষে, চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস চেয়ারম্যান উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) বোর্ডের কোনো কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত বোর্ডের কোনো সদস্যপদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

৯। **একাডেমির কার্যাবলি**।—একাডেমির কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে গবেষণা পরিচালনা;

(খ) পল্লী উন্নয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ও বেসরকারি চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ও ব্যক্তিগণকে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(গ) পল্লী উন্নয়নের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং, ক্ষেত্রমত, বাস্তবায়ন;

(ঘ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায়োগিক গবেষণা, প্রকল্প ও কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন;

(ঙ) সরকার এবং অন্যান্য সংস্থাকে ইহাদের চাহিদার বিপরীতে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শমূলক সেবা প্রদান;

(চ) দেশি ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের অভিসন্দর্ভ রচনার কাজে সহায়তা প্রদান এবং তত্ত্বাবধান;

(ছ) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশি-বিদেশি বা আন্তর্জাতিক গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সহিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ;

(জ) স্ব-উদ্যোগে কিংবা সরকারি বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা ইহাদের সহিত যৌথভাবে সমীক্ষার মাঠ কর্মসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঝ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা আয়োজন ও পরিচালনা;

(ঞ) একাডেমির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ, অধিশাখা, শাখা, কেন্দ্র ও অন্যান্য ইউনিট সৃষ্টি;

(ট) সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণাপত্র প্রকাশ;

(ঠ) পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারকে সহায়তা প্রদান;

(ড) আত্মকর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা সৃজনের উদ্দেশ্যে সুফলভোগীদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের আয়োজন;

(ঢ) প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও ঋণ প্রদান সম্পর্কিত পরামর্শ সেবা নীতিমালা প্রণয়ন; এবং

(ণ) একাডেমির উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্য কোনো কাজ।

১০। **ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি প্রবর্তন, ফেলোশিপ প্রদান, ইত্যাদি।**—(১) একাডেমি পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে ডিপ্লোমা, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করিতে পারিবে এবং সকল কোর্স প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্তিসহ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত মান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) একাডেমি সরকারের অনুমোদনক্রমে, একাডেমির অনুষদ সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার কর্মীদের জন্য জাতীয় গবেষণা, ফেলোশিপসহ বিভিন্ন শ্রেণির রিসার্চ অ্যাসোসিয়েটশিপ ও ফেলোশিপ প্রবর্তন করিতে পারিবে।

১১। **চেয়ারম্যানের বিশেষ ক্ষমতা।**—যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যেক্ষেত্রে একাডেমির স্বার্থে বোর্ডের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত প্রদান আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান প্রস্তাব বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবেন এবং তিনি উক্ত সিদ্ধান্তের বিষয়ে বোর্ডকে যথাশীঘ্র অবহিত করিবেন।

১২। **মহাপরিচালক।**—(১) একাডেমির একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি সরকারের যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা হইবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক একাডেমির প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন।

(৩) এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, মহাপরিচালক—

(ক) বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য বোর্ডের নিকট দায়ী থাকিবেন;

(খ) একাডেমির কার্যাবলি সম্পাদন এবং তহবিল ব্যবস্থাপনা করিবেন; এবং

(গ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার বা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদন করিবেন।

(৪) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সরকার মহাপরিচালকের কার্যাবলি পরিচালনার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৩। **কর্মচারী নিয়োগ।**—(১) একাডেমি, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ইহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহারা একাডেমির কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(২) একাডেমির কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) একাডেমির কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি সম্পর্কে প্রবিধানে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এইরূপ কোনো বিষয়ে একাডেমি সরকারি কর্মচারীদের জন্য অনুসৃত বিধিবিধান অনুসরণ করিবে।

১৪। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—একাডেমি, ইহার দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য, সরকারের অনুমোদনক্রমে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে, ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রযোজ্য শর্তাবলির অধীন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য একাডেমি দায়ী থাকিবে।

১৫। **তহবিল**।—(১) একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ সংস্থা প্রদত্ত অনুদান;

(গ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অভ্যন্তরীণ উৎস হইতে গৃহীত ঋণ;

(ঘ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বিদেশি সরকার বা আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান ও ঋণ;

(ঙ) চেম্বার্স অব কমার্স, বাণিজ্যিক সংগঠন ও কোনো সংস্থা বা সমিতির নিকট হইতে প্রাপ্ত বৈধ অনুদান;

(চ) দান এবং বৃত্তির (এনডাউমেন্ট) অর্থ;

(ছ) একাডেমির সম্পদ বিক্রয় হইতে লব্ধ অর্থ, বিনিয়োগ হইতে প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশ, উৎসর্গিত অর্থ এবং রয়্যালটি; এবং

(জ) অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত সকল বৈধ অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ডের অনুমোদনক্রমে কোনো তপশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে।

(৩) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং সরকারের নিয়মনীতি ও আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণক্রমে উক্ত তহবিল পরিচালনা করিতে হইবে।

(৪) একাডেমির তহবিলের অর্থ হইতে একাডেমি ইহার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করিবে এবং সকল দায় পরিশোধ করিবে।

ব্যাখ্যা :—এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, 'তপশিলি ব্যাংক' অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী Scheduled Bank।

১৬। **বাজেট**।—একাডেমি, প্রতি বৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে সম্ভাব্য আয়-ব্যয়সহ পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে সম্ভাব্য কী পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হইবে ইহারও উল্লেখ থাকিবে।

১৭। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) একাডেমি, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে অর্থ ব্যায়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর এই ধারায় মহা হিসাব-নিরীক্ষক নামে অভিহিত, যেরূপ পদ্ধতি উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ পদ্ধতিতে একাডেমির হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1)(b) তে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একাডেমি এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরীক্ষার প্রয়োজনে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি একাডেমির যেকোনো রেকর্ড, নথি, বই, দলিল, নগদ জামানত, ভান্ডার এবং অন্যান্য সম্পত্তি পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং তিনি একাডেমির চেয়ারম্যান, সদস্য, মহাপরিচালক, কর্মচারী, পরামর্শক বা গবেষকের সহিত আলোচনা করিতে পারিবেন।

(৫) মহা হিসাব-নিরীক্ষক, যতদ্রুত সম্ভব, নিরীক্ষিত প্রতিবেদন একাডেমিতে প্রেরণ করিবেন এবং অতঃপর একাডেমি উক্ত প্রতিবেদনে একাডেমির মন্তব্য প্রদানপূর্বক উহা সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৬) নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটি বা অনিয়মসমূহ সমাধানের জন্য একাডেমি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

১৮। **বার্ষিক প্রতিবেদন, ইত্যাদি।**—(১) একাডেমি প্রত্যেক অর্থ-বৎসরে ইহার সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(২) প্রত্যেক অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, একাডেমি নিরীক্ষাকৃত হিসাবের একটি বিবরণী সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার, প্রয়োজনে, একাডেমির নিকট হইতে যেকোনো সময় ইহার যেকোনো বিষয়ের উপর বিবরণী, রিটার্ন ও প্রতিবেদন চাহিতে পারিবে এবং একাডেমি উহা সরকারের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

১৯। **ক্ষমতা অর্পণ।**—(১) বোর্ড, বিশেষ বা সাধারণ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তাধীনে, মহাপরিচালক, কোনো সদস্য বা একাডেমির যেকোনো কর্মচারীকে ইহার যেকোনো ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) মহাপরিচালক, উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার উপর অর্পিত ক্ষমতা ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষমতা একাডেমির যেকোনো কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২০। **বিধি প্রণনের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২১। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—বোর্ড, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২২। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই আইন প্রাধান্য পাইবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জামালপুর জেলার মেলান্দহ উপজেলাধীন শিহাটা ও মহিরামকুল মৌজায় 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর' এর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অবকাঠামো নির্মাণের ফলে এ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, ক্ষুধামুক্তি ও দারিদ্র বিমোচনসহ দেশ গড়ার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে।

০২। আইনটি প্রণীত হলে 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর' নামে একটি স্বতন্ত্র একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবে, যা বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাসহ দেশের অন্যান্য এলাকার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই জীবযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও পরামর্শ সেবার মাধ্যমে পিছিয়ে-পড়া গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনগোষ্ঠীতে রূপান্তর করে তাদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে কার্যকর ভূমিক রাখবে বলে আশা করা যায়।

০৩। এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন, ২০২৩' শীর্ষক বিলটি সরকারি অর্থ ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত, বিধায় মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য সংবিধানের ৮২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে।

০৪। দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের সাধারণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনা পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, জামালপুর আইন, ২০২৩' শীর্ষক বিলটি প্রণয়ন করা সমীচীন।

স্বপন ভট্টাচার্য্য
ভারপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

কে, এম, আব্দুস সালাম
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব) বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd